Patna university

Department of Bengali

Subject Bengali

M.A, sem- II, CC-05

Topic - Drama of 19th century

দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকটি প্রসঙ্গে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য

নীলদর্পণ নাটকটি প্রকাশ 1860 খ্রিস্টাব্দ।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় National Theatre উদ্বোধনী অভিনয় হিসেবে নীলদর্পণ নাটকটি প্রথম অভিনয় করা হয়েছিল।

নাটকটি পাঁচটি অংক দৃশ্য সংখ্যা 18 টি এবং নাটকটিতে কোন গান নেই।

নাটকের চরিত্র গুলি হল নিম্নরূপ-

১.গোলক বসু- সর পুরের জমিদার , ২.নবীন মাধব - গোলক বসুর বড় ছেলে ৩. বিন্দু মাধব - গোলক বসুর ছোট ছেলে ৪. সাধুচরণ – প্রতিবেশী ৫. রাইচরণ -সাধুর ভাই ৫. গোপীনাথ দাস – দেওয়ান আই আই উড সাহেব- তিনি হলেন একজন নীলকর ৭. তোরাপ - তিনি একজন রাইয়ত।

নাটকের নারী চরিত্র –

১.সাবিত্রী- গোলকের স্ত্রী ২. সৈরিন্ধী- নবীন বসুর স্ত্রী, ৩. সরলতা- বিন্দু মাধবের স্ত্রী ৪. রেবতী- সাধুচরণ এর স্ত্রী ৫. ক্ষেত্রমনি – সাধু চরণ এর কন্যা ৬. আদুরী - গোলক বসুর বাড়ির দাসী ৭. এছাড়া রয়েছে পদিময়রানি।

নীলদর্পণ নাটকটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:-

প্রথম অংকের বিষয়বস্তু হল- নীলকুঠির অত্যাচার বিষয় গোলক বসু কে সাধু চরণ ও নবীন মাধবের আলোচনা। নীলকর সাহেব তার লাঠিয়াল দিয়ে রায়চরন ও সাধু চরণ কে কুঠিরে ধরে নিয়ে যাওয়া। গোপিনাথের প্রতি উড সাহেবের শাসন ও সাধু চরণ এবং রাইচরণ এর প্রতি অত্যাচার নবীন মাধব কে অপমান।সৈরিন্ধ্রী সরলতা সাবিত্রী আদরি রেবতী প্রভৃতির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পরিবারে স্বাভাবিক অবস্থা জ্ঞাপন।

দ্বিতীয় অংকের বিষয়বস্তু হল- গোলক বসু কে ফৌজদারি তে আটক করতে পেরে গোপিনাথের তৃপ্তি উড সাহেবের খুশি হওয়া। বিন্দু মাধবের পত্র এবং সরলতার আক্ষেপ বিপদের আভাস এবং পদিময়রানির সাক্ষাৎ গোলক বসুর কুয়ে দ হবার দুইবার সম্ভাবনা। অধ্যাপকদের আগমন।

তৃতীয় অঙ্ক এর বিষয়বস্তু - গোলক বসু কে ফৌজদারি তে আটক করতে পেরে গোপিনাথের তৃপ্তি সাহেবের খুশি।নবীন মাধব ও সৈরিন্ধিকে টাকার জন্য দুর্ব্যবহার এবং ক্ষেত্র মনিকে অপহরণের সংবাদ ক্ষেত্র মনের উপর পাশবিক অত্যাচারের জন্য উড সাহেবের উদ্যোগ ও নবীন মাধব এবং তোরাপ কর্তৃক ক্ষেত্রমনি কে উদ্ধার।

চতুর্থ অংকের বিষয়বস্তু হল- গোলক বসুর বিচারের নামে প্রহসন। বিন্দু মাধবের হতাশা, ডেপুটি ইন্সপেক্টর এর আশ্বাস, পন্ডিতের সাহেব বিদ্বেষ। গোলক বসু উদ্বোধন এবং বিন্দু মাধবের বিলাপ।

পঞ্চম অঙ্কের বিষয়বস্তু হলো – গোপীনাথ এর আক্ষেপ ,উড সাহেবের আশঙ্কা, গোপীনাথ এর প্রতি দুর্ব্যবহার। আহত ,চেতনাহীন, নবীন মাধব কে নিয়ে সাধু চরণ তোরাপ ,আদুরীর, উদ্বেগ। সৈরিন্ধির বিলাপ সাবিত্রী উন্মাদ হওয়া। ক্ষেত্র মনির শয্যাকনটকিতে মৃত্যু।রেবতীর বিলাপ উন্মাদিনী সাবিত্রী কর্তৃক সরলতার হত্যা ও জ্ঞান সঞ্চারের সাবিত্রী মৃত্যু এবং বিন্দু মাধবের বিলাপ এই ছিল পঞ্চম অংকের নাটকের বিষয়বস্তু।

এবার নীলদর্পণ নাটকটি প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেওয়া যাক-

১. ভূমিকায় দীনবন্ধু মিত্র নাটকটি কে কস্যচিৎ পথিকস্য নাম ব্যবহার করেছিলেন।

২. দীনবন্ধু মিত্রের শৈশবে নাম ছিল গন্ধর্ব নারায়ন

৩. গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধু মিত্রকে রঙ্গালয় এর স্রষ্টা বলেছেন।

৪. নীলদর্পণ নাটকটি প্রথম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

৫. নীলদর্পণ নাটকের অনুকরণে রচিত নাটক গুলি হল "জমিদার দর্পণ" , "চা কর দর্পণ"

৬.নীলদর্পণ নাটকটিতে হ্যারিয়েট বিচার স্টো রচিত "আঙ্কেল টমস কেবিন" উপন্যাসের ছায়া রয়েছে।

৭. নীলদর্পণ নাটকটিতে নদীয়া জেলার এক সুন্দরী চাষির কন্যা হরমনির চরিত্র অবলম্বনে ক্ষেত্রে চরিত্রটি অংকিত হইয়েছে।

৮. নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৯. নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় জেমস লং সাহেবের নামে।

১০. নীলদর্পণ নাটকে সরপুর বৃকোদর বলা হয়েছে নবীন মাধব কে।

১১.দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম কবিতা "মানব চরিত্র" প্রকাশিত হয় ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত "সাধু রঞ্জন" পত্রিকায়।

১২. দীনবন্ধুমিত্রের সাহিত্য গুরু ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত তার দ্বিতীয় নাটক হলো "নবীন তপস্বিনী"।

১৩. দীনবন্ধু মিত্রের শেষ নাটক "কমলে কামিনী"।

১৪.ভারত বর্ষ থেকে নীল রপ্তানি হতো বলে নীল এর অপর নাম ছিল ইন্ডিগো এবং বাংলায় নীল চাষ প্রথম শুরু হয় অষ্টাদশ শতকে।

১৫. নীলদর্পণ নাটকটিতে নীল চাষে জর্জরিত দুটি জেলার নাম নদীয়া ও যশোর।

১৬. নীলদর্পণ এর ইংরেজি অনুবাদের নাম-"The Indigo Planting Mirror"।

১৭. নীলদর্পণ নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়বস্তু পরিকল্পনা ও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা।

১৮. নীলদর্পণ নাটকের ঘটনাস্থল শেরপুর গ্রাম এবং নাটকটি একটি উদ্দেশ্যমূলক।

১৯. নীলদর্পণ নাটক প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য লং সাহেবকে হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

২০.নীলদর্পণ মঞ্চস্থ হওয়ার সময় খলচরিত্র সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি।

২১.অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি খল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মবিস্মৃত হয়ে জুতো ছুঁড়ে মারেন।

২২.নীলদর্পণ এর যবনিকা পতনের পর যে নামকরণ করা হয় তা হলো "সমাপ্ত মিদং নীলদর্পণ নাম নাটকং"।